বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
www.btrc.gov.bd

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৫.২১.২৭৪৬

বিষয়: **এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিষেবার নির্দেশিকা জারি সংক্রান্ত।**

সূত্র: (ক) কমিশনের স্মারক নং- ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৫.২১.৪৩৪; তারিখ-৩০/০৫/২০২১খ্রি.
(খ) কমিশনের স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৭.২১.৬৭; তারিখঃ ১৪/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্র “ক” এর মাধ্যমে ২০২১ সালে এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তিকরণ নির্দেশিকা জারি করা হয়। তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা জারি পরবর্তীতে এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির নির্দেশিকার কতিপয় বিষয় সংশোধন/পরিমার্জন করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় কমিশন এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা গত ২৭ জুন, ২০২৪খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২৮৫ তম সভায় অনুমোদন করে।

২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত হালনাগাদ এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তিকরণ নির্দেশিকা এতদ্বারা জারি করা হলো যা জারির তারিখ অর্থ্যাৎ ২৫/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখ হতে কার্যকরী হবে।

সংযুক্তি- এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি ও পরিষেবার নির্দেশিকা-(১৬ পাতা)।

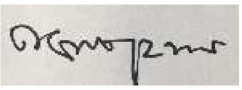

২৫-০৭-২০২৪
এম. এ. তালেব হোসেন
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মোবাইল অপারেটর (সকল)।;
২। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, PSTN অপারেটর (সকল)।;
৩। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, IPTSP অপারেটর (সকল)।;
৪। Chief Corporate & Regulatory Affairs Officer, ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিঃ এবং
৫। A2P (এপ্লিকেশন টু পারসন) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৫.২১.২৭৪৬/১ (৬)

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
২। পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;
৩। পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন , বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব এবং ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণ (ইহা মহোদয়গণের সদয়

অবগতির জন্য);
৫। সহকারী পরিচালক (মহাপরিচালক এলএল এর সাথে সংযুক্ত), লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) এবং
৬। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৫-০৭-২০২৪
কল্লোল বড়ুয়া
সহকারি পরিচালক

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৭.২১.৬৭ তারিখ:-১৪/০৭/২০২৪খ্রি.

এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি ও পরিষেবার নির্দেশিকা

সূচিপত্র

১।	এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি ও পরিষেবার নির্দেশিকা	৩-১২
২।	পরিশিষ্ট — কঃ আবেদন ফরম	১৩
৩।	পরিশিষ্ট — খঃ আবেদন সংশ্লিষ্ট দলিলাদি	১৪
৪।	পরিশিষ্ট — গঃ হলফনামা	১৫
৫।	পরিশিষ্ট — ঘঃ ব্যাখ্যা ও শব্দসংক্ষেপ	১৬

১। ভূমিকা:

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর উপর অর্পিত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে A2P এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) এর তালিকাভুক্তকরণ ও পরিষেবার জন্য নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হলো।

২। উদ্দেশ্য:

এই নির্দেশিকার মাধ্যমে A2P এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তকরণের আওতায় নিয়ে আসাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তালিকাভুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সামগ্রিক ধারণার পাশাপাশি যোগ্য প্রতিষ্ঠান আবেদনের মাধ্যমে A2P এসএমএস সেবা প্রদানের অনুমোদন গ্রহণ করে বাংলাদেশে নিবন্ধিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে।

এই তালিকাভুক্তকরণের উদ্দেশ্য-

২.১। A2P এসএমএস অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানে একটি আইনি ও নিয়ন্ত্রক ধারণা প্রদান।

২.২। নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ, সর্বব্যাপী এবং সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ (Domestic) A2P এসএমএস সেবার সুবিধা নিশ্চিত করা।

২.৩। তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ (Domestic) A2P এসএমএস সেবার খাতকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর আওতায় নিয়ে আসা, যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সঠিক নির্দেশনার আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে পারে।

২.৪। সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশী ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি ভারসাম্য নিয়ে আসা, যাতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্ষমতা অর্জন হয়।

৩। সংজ্ঞা:

ক) এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস: এপ্লিকেশন টু পারসন, সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস পাঠানোর প্রক্রিয়া। A2P এসএমএস কোনো মোবাইল ডিভাইস (হ্যান্ডসেট, ট্যাব, সিম বক্স ইত্যাদি) ও সিম কার্ড দ্বারা উৎসারিত হয় না। A2P এসএমএস স্বয়ংক্রিয় ডাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং এর মাধ্যমে টেক্সট রূপে হয়ে থাকে। ট্রানজেকশন এবং বিপণন এর জন্য ওয়ান-ওয়ে এসএমএস, এপ্লিকেশন টু এপ্লিকেশন (A2A), OTP, পিন কোড, ইত্যাদি A2P এসএমএস এর অন্তর্ভুক্ত। A2P এসএমএস আলফা সেন্ডার-আইডি/মাস্কিং, নিউমেরিক সেন্ডার-আইডি/নন-মাস্কিং (ভার্চুয়াল মোবাইল নাম্বার), শর্ট কোড ইত্যাদি দ্বারা গ্রাহকের নিকট/গন্তব্যে পৌঁছানো হয়।

খ) এসএমএস এগ্রিগেটর: এটি একটি এসএমএস সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/গ্রাহককে এসএমএস সেবা Access Network Service (ANS) অপারেটর (মোবাইল, আইপিটিএসপি ও পিএসটিএন) এর পক্ষ থেকে প্রদান করে থাকে। এগ্রিগেটরসমূহ ANS অপারেটরের হোলসেলার হিসেবে কাজ করে থাকে এবং ANS অপারেটর ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

গ) ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট: ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট বলতে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরের কমিশন কর্তৃক Corporate SIM Registration Automation (CSRA) সিস্টেমের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত নির্দেশিকার শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্পোরেট গ্রাহক'কে বুঝাবে।

ঘ) প্রমোশনাল এসএমএস: এক ধরনের সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস (টেক্সট) যা কোনো ব্র্যান্ড বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গ্রাহকের নিকট পাঠানো হয়। এই এসএমএস এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডের বিপণন, সেবা, মূল্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

ঙ) ট্রানজেকশনাল এসএমএস: স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস (টেক্সট) যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিক পাঠানো হয় যখন গ্রাহক কোনো ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়। এই এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে যে-কোনো লেনদেন, স্থানান্তর নিশ্চিতকরণ, এককালীন পাসওয়ার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে যা বাংলা বা ইংরেজি অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে হতে পারে।

চ) নোটিফিকেশনাল এসএমএস: স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম জেনারেটেড প্রক্রিয়ায় গ্রাহককে অ্যাকাউন্ট এর ক্রিয়াকলাপ, ক্রয় নিশ্চিতকরণ ও স্থানান্তর প্রজ্ঞাপন প্রদান করা হয়ে থাকে।

ছ) ওয়ান-ওয়ে এসএমএস: ওয়ান-ওয়ে এসএমএস হল এক ধরনের এসএমএস যেখানে প্রাপক শুধুমাত্র এসএমএস'টি পড়তে পারেন কিন্তু এর উত্তর দিতে পারেন না। প্রমোশনাল বা ট্রানজেকশনাল বা নোটিফিকেশনাল যে-কোনো ধরনের সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস ওয়ান-ওয়ে এসএমএস।

জ) রিভার্সড বিলিং এসএমএস: ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (Customer) এর চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকের অর্থ্যাৎ প্রেরকের উপর কোনো বিল ধার্য হবে না, যা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে।

ঝ) সেন্ডার-আইডি মাস্কিং এসএমএস: সর্বোচ্চ ১১ অক্ষরের নাম, যা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার নাম বা ব্র্যান্ড কে টেক্সট এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে। মাস্কিং টেক্সট এসএমএস শুধুমাত্র ওয়ান-ওয়ে এসএমএস হয়ে থাকে।

ঞ) গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএস: কোনো নির্দিষ্ট এলাকা/পেশা/ধর্মীয়/শিক্ষামূলক/বয়সভিত্তিক গ্রুপ/নির্বাচনী ইশতেহার/নির্বাচনী ক্যাম্পেইন/ভোট চাওয়া ইত্যাদি বিষয়ক সংক্রান্ত এসএমএস'ই গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএস হিসেবে গণ্য হবে।

ট) এগ্রিগেটর ক্লায়েন্ট- আইপিটিএসপি অপারেটরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটরই তার এগ্রিগেটর ক্লায়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইপিটিএসপি অপারেটরসমূহ এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

৪। শিরোনাম:

"এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি ও পরিষেবার নির্দেশিকা"।

৫। প্রয়োগ:

৫.১। এই নির্দেশিকাটি A2P এসএমএস এগ্রিগেটরদের জন্য প্রযোজ্য, যার দ্বারা বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যক্তিগণের সিস্টেম জেনারেটেড A2P এসএমএস এগ্রিগেটর কর্তৃক পরিচালিত হতে পারবে।

৫.২। এই নির্দেশিকাটি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং কমিশন হতে জারি করার দিন থেকে কার্যকর হবে।

৬। সংশ্লিষ্ট আইন এবং বিধি:

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারী এবং A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তকরণের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত নিম্নোক্ত আইন ও বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে:

৬.১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০)।

৬.২। যে সকল বিষয়াদি বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর আওতাভুক্ত নয় সে সকল বিষয়াদির ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আইন, ১৯৩৩ এবং টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা, উপধারা বা বিধান প্রযোজ্য হবে।

৬.৩। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা অধ্যাদেশ এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বা প্রণীতব্য কোনো বিধি বা আইন।

৬.৪। আইন/বিধি/গাইডলাইন/ নির্দেশনাবলি এবং কমিশন কর্তৃক এই নির্দেশিকার অধীনে জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ।

৬.৫। এই নির্দেশিকার কোনো নির্দেশনা বিটিআরসি হতে জারিকৃত কোনো লাইসেন্স/গাইডলাইনের অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক মর্মে প্রতীয়মান হলে জারিকৃত লাইসেন্স/গাইডলাইনের শর্তই প্রযোজ্য হবে।

৭। এসএমএস এগ্রিগেটর এর জন্য তালিকাভুক্তকরণ:

সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে সমস্ত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কমিশন হতে A2P এসএমএস এগ্রিগেটরকে তালিকাভুক্তির (Enlistment) সনদ প্রদান করা হবে।

৮। তালিকাভুক্তকরণের সময়কাল:

৮.১। ০৩ (তিন) বছরের জন্য তালিকাভুক্তি সনদ দেয়া হবে যা প্রতি ০৩ (তিন)) বছর পর পর নবায়ন করতে হবে।

৮.২। তালিকাভুক্তির জন্য অত্র নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৮ এ উল্লিখিত ফি/চার্জ প্রদানপূর্বক কমিশন হতে সনদ গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩। তালিকাভুক্তির সনদ মোট তিন (০৩) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। প্রথম তিন (০৩) বছরের জন্য কোনো নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে না। তবে সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রাপ্তির বছর পূর্তির পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য হালনাগাদ তথ্যাদি জমা প্রদান সাপেক্ষে বার্ষিক এন্ডোর্সমেন্ট গ্রহণ করতে হবে।

৮.৪। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিনের পূর্বে পরবর্তী মেয়াদ অর্থাৎ ৩ (তিন) বছরের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রযোজ্য ফিস/চার্জ প্রদান করতঃ নবায়নের জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করবে। বৈধ তালিকাভুক্তির সনদ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যদি তার ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৯। যোগ্যতা:

৯.১। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কর্পোরেশন (RJSC) কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

৯.২। বিদেশি / বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যাদের বাংলাদেশে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ কর্তৃক তালিকাভুক্তি ও বাংলাদেশি ট্রেড লাইসেন্স ও ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN) রয়েছে।

৯.৩। একক ব্যক্তি (বাংলাদেশি এবং এনআরবি) যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিবন্ধিত হতে হবে।

৯.৪। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশীপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

৯.৫। অত্র/এই নির্দেশিকার ১০.১.৬ ধারায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান।

১০। অযোগ্যতা:

১০.১। একজন আবেদনকারী তালিকাভুক্তির অযোগ্য হবেন, যদি-

১০.১.১। মাতাল/পাগল হলে;

১০.১.২। বাংলাদেশের প্রচলিত কোনো আইনের দ্বারা আদালত কর্তৃক ন্যূনতম দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত হলে এবং এইরকম কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত না হলে;

১০.১.৩। যে- কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে এবং দেউলিয়া হওয়ার দায় থেকে তাকে ছাড় দেওয়া না হলে;

১০.১.৪। কোনো আদালত/বাংলাদেশ ব্যাংক/কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসাবে তাকে চিহ্নিত বা ঘোষিত করা হলে;

১০.১.৫। কমিশনের আদেশে বা কমিশন কর্তৃক বিগত ০৫ বছর সময়কালের মধ্যে তার অন্য কোনো লাইসেন্স বাতিল করে থাকে;

১০.১.৬। ANS অপারেটরসমূহ (MNO, IPTSP এবং PSTN) এবং MNP সার্ভিস প্রোভাইডার, A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১১। পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তন:

১১.১। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তন এর পূর্বে কমিশনকে অবহিত করতে হবে। কমিশনকে অবহিতকরণ ব্যতীত কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১.২। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো মালিকানা পরিবর্তন বা শেয়ার হস্তান্তর/হ্রাস/বৃদ্ধি করবে না। কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মালিকানায় কোনো পরিবর্তন বৈধ বা কার্যকর হবে না।

১২। তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকার প্রাপ্যতা;

A2P এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইট www.btrc.gov.bd তে পাওয়া যাবে।

১৩। আবেদন পত্র:

- পরিশিষ্ট – ক

১৪। তালিকাভুক্তকরণের জন্য আবেদনের সাথে দাখিলতব্য দলিলাদি এর তালিকা:

- পরিশিষ্ট – খ

১৫। হলফনামা

- পরিশিষ্ট – গ

১৬। ব্যাখ্যা ও শব্দসংক্ষেপ:

- পরিশিষ্ট – ঘ

১৭। আবেদনের প্রক্রিয়া:

১৭.১। আবেদনপত্রটি (পরিশিষ্ট-ক) যথাযথভাবে পূরণ করত: আবেদিত প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নোটারিকৃত হলফনামা (পরিশিষ্ট-গ) সহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১৭.২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন ও প্রক্রিয়া ফি হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর যে-কোনো তফসিলী ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করবে। উক্ত ফি'র সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে।

১৭.৩। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরণ ফি কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে জমা প্রদান করে তার কপিসহ আবেদনপত্র ও দলিলাদি ডি-নথির মাধ্যমে জমা প্রদান করবে।

১৭.৪। সকল প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করার জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপনা পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে কমিশনের কাছে উপযুক্ততা প্রসঙ্গে রিপোর্ট প্রদান করবেন। পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্তকরনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৮। ফি এবং চার্জ:

১৮.১। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কমিশনে প্রয়োজনীয় ফি/চার্জ প্রদান করতে হবে। সকল ফি/চার্জ অফেরতযোগ্য। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ফি/চার্জের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ফি/চার্জ এর মধ্যে সরকারের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত ফি/চার্জ/কর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট অর্থ (টাকা/শতকরা হার)
১	আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)
২	তালিকাভুক্তি ফি/চার্জ	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
৩	নবায়ন ফি/চার্জ	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
৪	রেভিনিউ শেয়ারিং (১ম বছর)	০ (শূন্য) শতাংশ
৫	রেভিনিউ শেয়ারিং (২য় বছর হতে)	বার্ষিক নিরীক্ষিত আয় থেকে ৫.৫% (পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ)
৬	সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের চাঁদা (১ম বছর)	০ (শূন্য) শতাংশ
৭	সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের চাঁদা (২য় বছর হতে)	বার্ষিক নিরীক্ষিত আয় এর ০১% (এক শতাংশ)

বিঃদ্রঃ- ক্রমিক ৪ এবং ৬ শুধুমাত্র নতুন তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৮.১.১। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় চার্জ প্রদান করবে যা অফেরতযোগ্য এবং বাংলাদেশের যে-কোনো তফসিলী ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর অনুকূলে জমা প্রদান করবে।

১৮.১.২। **তালিকাভুক্তি ফি:** A2P এসএমএস সেবা প্রদানের তালিকাভুক্তি ফি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) । আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীকে অবহিত করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে তালিকাভুক্তির ফি প্রদান করতে হবে।

১৮.১.৩। **নবায়ন ফি:** তালিকাভুক্তির সনদের নবায়ন ফি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা)। তালিকাভুক্তির সনদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই পরবর্তী মেয়াদ অর্থাৎ ৩ (তিন) বছরের জন্য তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন করতে হবে। নবায়ন অনুমোদনের বিষয়টি কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সনদ নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।

১৮.১.৪। **কমিশনের সাথে রেভিনিউ শেয়ারিং:** A2P এসএমএস এগ্রিগেটরগণ তালিকাভুক্তির সনদ-প্রাপ্তির প্রথম বৎসরে ০% হারে কমিশনকে রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদান করবে (নতুন সনদ প্রাপ্তদের জন্য প্রযোজ্য)। দ্বিতীয় বছর থেকে, প্রত্যেক ত্রৈমাসিকের শেষে ২০ (বিশ) খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে কমিশনকে বার্ষিক নিরীক্ষিত আয়ের ৫.৫% (পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ) রেভিনিউ শেয়ার করবে।

১৮.১.৫। **সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল:** A2P এসএমএস এগ্রিগেটরগণ তালিকাভুক্তির সনদ প্রাপ্তির প্রথম বৎসরে ০% হারে কমিশন কে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের চাঁদা প্রদান করবে (নতুন সনদ প্রাপ্তদের জন্য প্রযোজ্য)। দ্বিতীয় বছর থেকে, বার্ষিক নিরীক্ষিত আয়ের ০১% (এক শতাংশ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি ত্রৈমাসিকের শেষে ২০ (দশ) খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে কমিশনকে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে।

১৮.১.৬। **বার্ষিক নিরীক্ষিত আয়:** বার্ষিক নিরীক্ষিত আয় বলতে A2P এসএমএস এগ্রিগেটরগণ তাদের গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত আয় হতে এসএমএস উৎসারণ বাবদ ANS(MNO, IPTS, PSTN) অপারেটরকে প্রদত্ত চার্জ(মূসকসহ) এবং ডিপিং বাবদ MNP অপারেটরদেরকে প্রদত্ত চার্জ (মূসকসহ) ব্যতীত অবশিষ্ট আয়কে বুঝাবে।

১৮.২। **বিলম্ব ফি:** এই নির্দেশিকায় বর্ণিত ফি ও চার্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জরিমানা হিসাবে বার্ষিক ১৫% হারে বিলম্ব ফি কমিশনকে প্রদান করতে হবে। যদি নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিলম্ব ফি সহ অর্থ প্রদান করা না হয়, তাহলে এই ধরনের ব্যর্থতার ফলে তালিকাভুক্তির সদনটি বাতিল হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং আইনের বিধান অনুসারে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৯। সিস্টেমস্ এবং সার্ভিসেস:

১৯.১। এগ্রিগেটরদেরকে A2P এসএমএস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন হতে এটুপি এসএমএস প্লাটফর্ম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জারিকৃত কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী MNP সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক স্থাপিত A2P SMS Platform এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এসএমএস এগ্রিগেটর MNP সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ANS অপারেটরগণের সাথে আন্তঃসংযোগ SLA সম্পাদন করবে।

১৯.২। সকল ANS ও তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটরদেরকে কমিশন থেকে প্রদত্ত নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী A2P এসএমএস সেবা প্রদান করতে হবে।

১৯.৩। তালিকাভুক্ত A2P এগ্রিগেটরদেরকে বর্ণিত সেবাটি প্রদানের জন্য ANS অপারেটর এবং MNP সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

১৯.৪। MNO অপারেটরসমূহ শুধুমাত্র অননেটে মাস্কিং এসএমএস (শর্টকোডসহ) সেবা প্রদান করতে পারবে।

১৯.৫। ANS অপারেটরগণ একই প্রতিষ্ঠানের এসএমএস প্রেরণের ক্ষেত্রে মাস্কিং এর প্রয়োজনীয় কাগজাদি গ্রহণ সাপেক্ষে একই মাস্কিং keyword একাধিক এগ্রিগেটরকে প্রদান করতে পারবে যেন কোনো ANS অপারেটর এককভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে একক এগ্রিগেটর এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাস্কিং keyword সংরিক্ষিত রেখে ব্যবসা করে মনোপলি তৈরি করতে না পারে।

১৯.৬। ANS অপারেটরসমূহ পরস্পরের সাথে আন্তঃসংযোগ ঘটিয়ে সেন্ডার-আইডি মাস্কিং করে ওয়ান-ওয়ে এসএমএস প্রদান করতে পারবে না।

১৯.৭। এগ্রিগেটর তার মূল ও সেকেন্ডারি সিস্টেম সহ যাবতীয় সিস্টেম বাংলাদেশের ভূখন্ডে স্থাপন করবে ।

১৯.৮। এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত এসএমএস সেবাসমূহ প্রদান করতে পারবে:

১৯.৮.১। A2P এসএমএস: টেক্সট, ওয়ান ওয়ে, এককালীন পাসওয়ার্ড (OTP), পিন কোড, প্রমোশনাল, ট্রানজেকশনাল, নোটিফিকেশনাল ও গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএস ইত্যাদি।

১৯.৮.২। এগ্রিগেটররা এই তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জণসাধারণকে আরও উন্নততর এসএমএস পরিষেবা প্রদানের জন্য যে-কোনো বৈধ এবং তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার্ড) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সরকারি প্রতিষ্ঠান/সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এরূপ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে A2P এসএমএস পরিষেবা প্রদান করতে পারবে।

১৯.৯। এগ্রিগটর প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল অপারেটরসমূহের ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রেরিত সকল প্রকার A2P (OTP, নোটিফিকেশনাল বা ট্রানজেকশনাল এসএমএস ব্যতীত) এসএমএস অবশ্যই "বাংলা" ভাষায় প্রেরণ করতে হবে। তবে মাস্কিং নাম ব্যবহার করে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিটিআরসি'র পূর্বানুমতি নিয়ে ইংরেজি অক্ষর/শব্দ/অ্যাপ্লিকেশন (প্রমো কোড/ব্র্যান্ড) প্রেরণ করা যাবে।

১৯.১০। মোবাইল অপারেটরের ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টগণ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব জনবল/সেবা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত গ্রাহকগণের নিকট এটুপি এসএমএস প্রেরণ করতে পারবেন।

১৯.১১। ANS অপারেটরসমূহ কর্তৃক এসএমএস এগ্রিগেটরের নিকট এটুপি এসএমএস Sender ID (Number) বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত)টি নাম্বার বরাদ্দ দেওয়া যাবে। এসএমএস এগ্রিগেটর সমূহের এই সংখ্যার বেশি Sender ID (Number) বরাদ্দের প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতাসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংযুক্ত করে বিটিআরসি হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৯.১২। মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহ কর্তৃক ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের নিকট এটুপি এসএমএস Sender ID (Number) বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্পোরেট গ্রাহকের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো)টি নাম্বার বরাদ্দ দেওয়া যাবে। ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট এর এই সংখ্যার বেশি Sender ID (Number) বরাদ্দের প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতাসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংযুক্ত করে বিটিআরসি হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৯.১৩। ANS ও এগ্রিগেটর উভয়কেই সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিলিং সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

১৯.১৪। বিটিআরসি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনটিএমসি কর্তৃক তদন্ত কিংবা অডিট-সম্পর্কিত কার্যক্রমের প্রয়োজনে এগ্রিগেটরকে অবশ্যই ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত গ্রাহকের এসএমএস কন্টেন্ট, সোর্স আইপি সহ লগ সংরক্ষণ করতে হবে।

২০। বাধ্যবাধকতা:

২০.১। "Port Correction' এর জন্য এগ্রিগেটরগণ মোবাইল ফোন অপারেটরের গ্রাহকগণকে এসএমএস প্রেরণের পূর্বে dipping/look up-এর জন্য MNP সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক স্থাপিত A2P SMS Platform-এর সাথে বাধ্যতামূলক সংযোগ স্থাপন করবে।

২০.২। ANS অপারেটর (MNO, IPTSP এবং PSTN) কমিশনের তালিকাভুক্ত এসএমএস এগ্রিগেটরের নিকট A2P এসএমএস বিক্রয় করতে পারবে। কমিশনের তালিকাভুক্তবিহীন কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট এটুপি এসএমএস বিক্রয় করা যাবে না।

২০.২.১। মোবাইল অপারেটরগণ স্ব-স্ব ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট এর নিকট এটুপি এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে। ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টগণ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব জনবল/সেবা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত গ্রাহকগণের নিকট এটুপি এসএমএস প্রেরণ করতে পারবেন।

২০.৩। তালিকাভুক্ত এসএমএস এগ্রিগেটরসমূহ এই পরিষেবার সাথে অর্জিত তহবিল/রাজস্ব বাংলাদেশের বাইরে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, সংস্থার মূলধন/তহবিল/রাজস্ব (ফি, পরিষেবা চার্জ, লভ্যাংশ বন্টন ইত্যাদি) বাংলাদেশের বাইরের কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ/স্থানান্তর করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২০.৪। ধর্মীয় উসকানিমূলক, রাষ্ট্রবিরোধী, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং আপত্তিকর তথ্য/বক্তব্য সম্পন্ন এসএমএস প্রেরণ করা যাবে না।

২০.৫। 'গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএস' প্রেরণের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয়/স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুসরণপূর্বক দল/ব্যক্তি ও প্রতীক উল্লেখ করে ভোট চাওয়ার জন্য এসএমএস প্রেরণ করতে পারবেন। উক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হলে তার এলাকার জনগণের জন্য কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তাও উল্লেখ করে এসএমএস প্রদান করতে পারবেন।

২০.৭। ANS অপারেটর (MNO, IPTSP এবং PSTN) হতে A2P এসএমএস ক্রয় করে এগ্রিগেটরগণ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় কোনো প্রতিষ্ঠানকে A2P এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে না এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিস্ট্রিবিউটর, রিসেলর ও সাব-রিসেলর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে না।

২০.৮। এগ্রিগেটরগণ ANS অপারেটরসমূহের মাধ্যমে A2P এসএমএস প্রেরণের পূর্বে প্রমোশনাল ও ট্রানজেকশনাল এসএমএস পৃথকভাবে চিহ্নিত করবেন। ট্রানজেকশনাল এসএমএসগুলো TAG বা Flagging করবে, যেন ট্রানজেকশনাল এসএমএসসমূহ Do Not Disturb (DND) সার্ভিসের আওতামুক্ত থাকে।

২০.৯। ধর্মীয় উসকানিমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী এসএমএস সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে, সামাজিক অস্থিরতা রোধকল্পে এছাড়াও নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলে প্রচার-প্রচারণা এবং একই সাথে আপত্তিকর এসএমএস গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে তালিকাভুক্ত A2P এসএমএস এগ্রিগেটরদের স্ব-উদ্যোগে কন্টেন্ট ফিল্টার/ভেটিং করা বাধ্যতামূলক। এসএমএস কন্টেন্ট ফিল্টার/ভেটিং ব্যতীত কোনো ধরনের A2P এসএমএস প্রেরণ করা যাবে না।

২০.১০। যে সকল A2P এসএমএস সেন্ট্রাল এসএমএস প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে, সে সকল এসএমএস এর কন্টেন্ট এমএনপি অপারেটর কর্তৃক চূড়ান্ত ভেটিং করতে হবে এবং যে সকল A2P এসএমএস সরাসরি মোবাইল ফোন অপারেটরের সহযোগিতায় প্রেরণ করা হয় যেমন- সেল/এরিয়া বেইজড, বিশেষ গ্রুপ ভিত্তিক ইত্যাদি এসএমএস এর কন্টেন্ট মোবাইল অপারেটর প্রয়োজনীয় ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

২০.১১। যে সকল এসএমএস মোবাইল ফোন অপারেটরের নিজস্ব ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রেরিত হবে, সে সকল এসএমএস এর কন্টেন্ট স্ব-স্ব মোবাইল অপারেটর প্রয়োজনীয় ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

২০.১২। এটুপি এসএমএস ভেটিং সংক্রান্ত বিষয়ে এসএমএস এগ্রিগেটর, এমএনপি অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট ANS অপারেটর যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ না করলে অথবা শিথিলতা প্রদর্শন করলে কিংবা বিটিআরসি/সরকার/আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, প্রেরিত এটুপি এসএমএস কন্টেন্ট আপত্তিকর/ধর্মীয় উসকানিমূলক/রাষ্ট্রবিরোধী/নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থি/ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি এসএমএস সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এসএমএস এগ্রিগেটর, এমএনপি অপারেটর ও ANS অপারেটর এর বিরুদ্ধে কমিশন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১। তালিকাভুক্তি বাতিলকণ;

২১.১। এগ্রিগেটরগন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর আওতায় দায়বদ্ধ থাকবে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কমিশন A2P এসএমএস এগ্রিগেটরের তালিকাভুক্তির সনদ বাতিল, স্থগিত বা জরিমানা আরোপ করতে পারে:-

২১.১.১। তালিকাভুক্তি সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত কোনো তথ্য ভুল/মিথ্যা প্রমাণিত হলে;

২১.১.২। কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো শেয়ার হস্তান্তর/মালিকানা পরিবর্তন/শেয়ারের সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করা হলে;

২১.১.৩। নির্দেশিকা অথবা তালিকাভুক্তি সনদপত্রের কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে;

২১.১.৪। বাংলাদেশের সুরক্ষা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব বা স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকারক বা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষতিকারক যে-কোনো অবৈধ কার্যকলাপের সাথে জড়িত এমন ব্যক্তির নিকট তথ্য প্রকাশ বা প্রকাশের সাথে জড়িত থাকলে;

২১.১.৫। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত কারণে তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটরের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হলে;

২১.১.৬। কমিশন এর প্রাপ্য রাজস্ব হিসাব এর ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক উপার্জন বা তার গ্রাহক অথবা কমিশনের নিকট কোনো তথ্য গোপন করলে বা কমিশনের কাছে কোনো ভুল তথ্য সরবরাহ করলে বা যে কোনো প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করলে;

২১.১.৭। কমিশনের নির্ধারিত A2P এসএমএস রাউটিং টপোলজি (SMS Routing Topology) অনুসরণ না করা হলে।

২১.১.৮। অন্য যে-কোনো আইনানুগ যুক্তিসংগত কারণে।

২২। অ্যাকাউন্ট সিস্টেম:

২২.১। কমিশন নিম্নলিখিত যে-কোনো বিষয়ে এগ্রিগেটরকে নির্দেশনা জারি করতে পারবে:

২২.১.১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর বিধানাবলি প্রতিপালনের প্রয়োজনে তালিকাভুক্তির অধীনে পরিষেবাদি সরবরাহের ব্যয় সনাক্তকরণের লক্ষ্যে যে-কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

২২.১.২। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রতিবেদন বা অন্যান্য ফর্ম বা পদ্ধতি কমিশন জারি করতে পারবে।

২২.১.৩। অন্য যে-কোনো আইনানুগ যুক্তিসংগত বিষয়ে।

২২.২। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে ০১ (এক) মাসের আর্থিক তথ্য অনলাইনে এবং ৬ (ছয়) মাসের তথ্য ব্যাক এন্ডে (অফলাইনে) রাখবে। তথ্যসমুহের মধ্যে ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) এর এসএমএস সেবা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ উল্লেখযোগ্য। এগ্রিগেটর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) কে সেবা গ্রহণের বিপরীতে সিস্টেম জেনারেটেড ইনভয়েস (ইমেইলে অথবা হার্ড কপিতে) প্রদান করবে।

২২.৩। এগ্রিগেটর, সেবা ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) কে চাওয়া মাত্র এসএমএস সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে (সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের অফলাইন তথ্য)।

২৩। মনিটরিং সিস্টেম:

২৩.১। এগ্রিগেটরগণ মনিটরিং এর জন্য অনলাইনের মাধ্যমে কমিশনকে সিস্টেমে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে। কমিশন কোনো পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে যে-কোনো সময় কারিগরি সিস্টেমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে। কমিশন সময়ে সময়ে এ সংশ্লিষ্ট তথ্য জমা দেওয়ার জন্য A2P এসএমএস এগ্রিগেটরকে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

২৩.২। এগ্রিগেটর প্রান্তে স্থাপিত কোর সিস্টেম এর হেলথ চেক আপ এর জন্য মনিটরিং সিস্টেম বসাতে হবে। যে-কোনো ডাউনটাইম ই-মেইল অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বা বহির্মুখী ব্যবহারকারীকে অবহিত করতে হবে।

২৩.৩। MNP সার্ভিস প্রোভাইডার বা ANS অপারেটরের কারিগরি ত্রুটিজনিত কারণে এসএমএস প্রেরণ করতে ব্যর্থ হলে সংযুক্ত সকল এগ্রিগেটরকে ই-মেইল এর মাধ্যমে ত্রুটির সময়, কারণ ও সময়কাল অবহিত করবে যা এগ্রিগেটর তার ক্লায়েন্ট কে জানাবে।

২৩.৪। সকল এগ্রিগেটরকে প্রতি মাসের প্রথম ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ANS এবং এগ্রিগেটরের ক্লায়েন্ট অনুযায়ী বিটিআরসি'র চাহিদা মোতাবেক এসএমএস পরিষেবা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

২৪। প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক নিরীক্ষা:

২৪.১। কমিশন যে-কোনো সময়ে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও আর্থিক নিরীক্ষা করতে পারে। কমিশন থেকে নির্ধারিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি (সিস্টেম অডিট) ও আর্থিক নিরীক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

২৪.২। নিবন্ধিত এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান কমিশনকে বাৎসরিক নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রদান করবে। নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রদানে গাফিলতি অথবা অক্ষমতা প্রদর্শন করলে কমিশন এগ্রিগেটরের তালিকাভুক্তি স্থগিত/বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

২৫। বিবিধ:

২৫.১। A2P এসএমএস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটর ও ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই সেবা প্রদান করতে পারবে না।

২৫.২। এগ্রিগেটরসমূহ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ব্যবসা/কর্পোরেট/শিক্ষাগত/আর্থিক/অ্যাকাডেমিক/সরকারি প্রতিষ্ঠান) সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা পদ্ধতি/ব্যবসার ধরন, ট্যারিফ, পেমেন্ট/রিচার্জ পলিসি, পরিবেশন, পরিষেবা বিবরণ, পরিষেবার অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্যগুলি কর্পোরেট-ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

২৫.৩। কমিশন পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত এই নির্দেশিকার উল্লিখিত পরিষেবা/শুল্ক/ধারাগুলিতে সংশোধন/পুনঃবিবেচনা করার এখতিয়ার এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে। এছাড়াও কমিশন হতে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট যে-কোনো গাইডলাইন এর শর্ত/নির্দেশিকা সকল এগ্রিগেটর অনুসরণ করবে।

২৫.৪। নিবন্ধিত ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

২৬। চিঠিপত্র প্রেরণের ঠিকানা:

এই নির্দেশিকা সম্পর্কিত সকল চিঠিপত্র, তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন জমা দেওয়াসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নরূপ:

পরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
ফোন: +৮৮০২২২২২১৭১১৯
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২-২২২২১৭১৬৭
ই-মেইল: taleb.hossain@btrc.gov.bd

পরিশিষ্ট — ক (আবেদনপত্র)

বরাবর,
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

দৃ: আ: পরিচালক (এসএস)

বিষয়: এসএমএস এগ্রিগেটর (Domestic) এর তালিকাভুক্তির সনদের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিটিআরসি'র এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী (Domestic) প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি নির্দেশিকার সুত্রানুযায়ী আমরা/আমাদের .... (প্রতিষ্ঠান নাম) কমিশনের এসএমএস এগ্রিগেটর হিসেবে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ করতে আগ্রহী। তালিকাভুক্তি নির্দেশিকার শর্তানুযায়ী আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠান (নাম) এর পক্ষ থেকে বিটিআরসির আবেদন প্রক্রিয়াকরন ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা + ভ্যাট বাবদ ৭৫০ টাকা, মোট ৫,৭৫০/- (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) বিটিআরসি অনুকূলে পে অর্ডার (নং-......)/ব্যাংক ড্রাফটের (নং-......) মাধ্যমে প্রদান করলাম।

এমতাবস্থায়, আমার আবেদন বিবেচনা করে এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী (Domestic) প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির সনদ প্রদান করে বাধিত করবেন। উল্লেখ্য, তালিকাভুক্তি লাভ করলে আমি / আমার প্রতিষ্ঠান এটুপি এসএমএস এগ্রিগেটর নির্দেশিকার সকল নির্দেশনা মেনে দেশের নিবন্ধিত A2P এসএমএস এগ্রিগেটর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করব।

নিবেদক,

আবেদনকারী স্বাক্ষর ও সীল

____

নাম:
পদবী:
প্রতিষ্ঠান:
মোবাইল নাম্বার:
ই-মেইল:

পরিশিষ্ট – খ (নতুন আবেদনের সহিত দাখিলতব্য দলিলাদি)

১। A2P এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে যথাযথ বিষয় উল্লেখ করত: চেয়ারম্যান, বিটিআরসি বরাবর আবেদনপত্র;

২। প্রতিষ্ঠানের হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি;

৩। সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের রসিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান;

৪। মূল্য সংযোজন কর সনদপত্রের ফটোকপি;

৫। ব্যাংক সলভেন্সি (Sound & Solvent) সনদপত্র (বর্তমান)।

৬। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েসন ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন এর ফটোকপি;

অথবা

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশীপ সার্টিফিকেট, অর্থাৎ (নোটারি পাবলিক থেকে ২০০/- টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামার মূলকপি);

অথবা

পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh তে রেজিস্ট্রিকৃত সনদ এর ফটোকপি (সত্যায়িত);

৭। কোম্পানি বা ফার্মের ক্ষেত্রে MD/CEO এর প্রোপাইটারশীপের ক্ষেত্রে মালিকের জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ছবি দাখিল করতে হবে;

৮। TIN এবং BIN;

৯। টেকনিক্যাল প্ল্যান ও সিস্টেম কনফিগারেশন;

১০। প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি।

<u>নবায়ন এর ক্ষেত্রে</u>

১। A2P এসএমএস এগ্রিগেটর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে যথাযথ বিষয় উল্লেখ করত: চেয়ারম্যান, বিটিআরসি বরাবর আবেদনপত্র;

২। প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি,

৩। সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের রসিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান

৪। মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র ও হালনাগাদ কাগজপত্রাদি'র ফটোকপি;

৫। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে হালনাগাদ মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েসন ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন এর ফটোকপি;

অথবা

পার্টনারশিপ কোম্পানির ক্ষেত্রে Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh তে রেজিস্ট্রিকৃত হালনাগাদ সনদ এর ফটোকপি;

৬। ANS ও MNP অপারেটরের সহিত চুক্তিপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত);

৭। A2P এসএমএস সেবা গ্রহীতাগণের তালিকা ও মোবাইল নম্বর;

৮। প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে ৫.৫% (পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ) রেভিনিউ শেয়ার এবং ০১% (এক শতাংশ) সামাজিক দায়বদ্ধতা ফি/চার্জ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশন বরাবর জমা প্রদানের সারসংক্ষেপ।

৯। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নবায়ন ফি/প্রক্রিয়া ফি হিসেবে ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর যে-কোনো তফসিলী ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করব

পরিশিষ্ট-গ

হলফনামা

আমি ………………, পিতা: ………………, মাতা:…………………, স্থায়ী ঠিকানা:…………… এই মর্মে হলফ ঘোষণা করছি যে,

১। আমি একক মালিকানা/যৌথ মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যার নাম (প্রতিষ্ঠানের নাম) এর স্বত্বাধিকারী/পরিচালক (পদবি) হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছি, যাহার নিবন্ধিত ঠিকানা:…………………………….।

২। আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, A2P এসএমএস এগ্রিগেটর অভ্যন্তরীণ (Domestic) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনের সাথে দাখিলকৃত সকল দলিলাদি সঠিক। আমার দাখিলকৃত দলিলাদি ভুল প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা মানতে বাধ্য থাকবো।

৩। আমি সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনা প্ররোচনায় উপরোক্ত হলফনামা প্রদান করলাম।

হলফকারীর স্বাক্ষর

হলফকারী আমার সম্মুখে তার নিজ নাম স্বাক্ষর করেছেন।

আমি তাকে শনাক্ত করলাম।

পরিশিষ্ট-ঘ

ব্যাখ্যা ও শব্দসংক্ষেপ

১. এটুপি (A2P) অর্থ Application to Person.

২. এটুএ (A2A) অর্থ Application to Application.

৩. **"অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস (ANS) প্রদানকারী"** বলতে সেই সকল টেলিকমিউনিকেশন লাইসেন্সধারীকে বোঝাবে যারা ৩য় স্তরে রয়েছে, অর্থাৎ আইএলডিটিএস পলিসিতে গ্রাহক সেবা প্রদানকারী স্তর। এই লাইসেন্সধারী তারা যাদের সাথে প্রান্তিক গ্রাহকদের সরাসরি সংযোগ থাকবে এবং যাদের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকরা বিভিন্ন টেলিকমিউনিকেশন সেবা পাবে।

৪. **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০)।

৫. **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর ধারা ৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

৬. **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৭. **"আন্তঃসংযোগ"** অর্থ আইনের ধারা ২ (২) এ সংজ্ঞায়িত আন্তঃসংযোগ।

৮. **"অবকাঠামো"** অর্থ সকল টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সরঞ্জাম (হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার)।

৯. **"অপারেটর"** অর্থ কমিশন হতে অনুমোদন প্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী।

১০. **"পিএসটিএন"** অর্থ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক।

১১. **"আইপিটিএসপি"** অর্থ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার।

১২. **"রেগুলেশন"** অর্থ আইনের অধীনে কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানসমূহ।

১৩. **"সাবস্ক্রাইবার"** অর্থ যে কোনো ব্যক্তি বা আইনি সত্তা যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটধারীর নিকট হতে সেবা গ্রহণ করে।

১৪. **"টেলিকমিউনিকেশনস"** অর্থ আইনের ধারা ২ (১১) এ সংজ্ঞায়িত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা।

১৫. **"টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস"** অর্থ আইন, ২০০১ এর ধারা ২ (১৫) এ সংজ্ঞায়িত টেলিযোগাযোগ সেবা।

১৬. **"টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম"** অর্থ আইন, ২০০১ এর ধারা ২ (১৩) এ সংজ্ঞায়িত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা।

১৭. **"ট্যারিফ"** অর্থ আইন, ২০০১ এর ধারা ২ (১৬) এ সংজ্ঞায়িত ট্যারিফ।

১৮. **"MNO"** অর্থ Mobile Network Operator

১৯. **"MNP"** অর্থ Mobile Number Portability

২৪/৭/২০২৪
এম. এ. তালেব হোসেন
পরিচালক
সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন